জীবননগরে প্রাথীদের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বিষায়ক মতবিনিময় সভা

আগামি ১৬ মার্চ জীবননগর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইউপি নির্বাচন । এই নির্বাচন উপলক্ষে প্রাথীদের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বিষায়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে জীবননগর সরকারি থানা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ আরাফাত রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর) সার্কেল মোঃ মুন্না বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসার তারেক আহম্মেদ,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক, জীবননগর উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ মেজর আহম্মেদ প্রমুখ।

গাংনীর আমতৈল থেকে গাঁজাসহ আটক ১

মেহেরপুরের গাংনীতে ৯২৫ গ্রাম গাঁজাসহ সাদ আহাম্মেদ(৫০) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২)।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে তাকে আটক করে।আটককৃত সাদ আহম্মেদ গাংনী উপজেলার আমতৈল গ্রামের মৃত রায়হান উদ্দিন ছেলে।

গাংনী র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) কামান্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ গোলাম ফারুক জানান, মাদক নিয়ে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) টিম অভিযান চালিয়ে আমতৈল গ্রামের গোরস্থান পাড়া এলাকা থেকে সাদ আহম্মেদ কে আটক করে।

এসময় তার কাছে থেকে ৯২৫ গ্রাম গাঁজা, মাদক বিক্রির নয়শ টাকা ও একটি বাটন মোবাইল উদ্ধার করে। তিনি আরো জানান,আটককৃত সাদ আহম্মেদকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা পূর্বক গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ভুট্টা ক্ষেত থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লাশ উদ্ধার

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর গ্রামের আলী মন্ডলের ছেলে রেজাউল হোসেনের ভুট্টা ক্ষেত থেকে নিখোজ অটোচালকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কিন্তু অটোবাইকের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বুধবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় হাত পা বাধা অবস্তায় তার মরা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ ও এলাকাবাসিরা জানান নিহতের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা দৌলতদিয়া সরদার পাড়ার মৃত শমসের আলীর ছেলে আশরাফ সরদার (৫০)।

নিহত আশরাফ সরদার অটোবাইক চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। গত সোমবার নিহত আশরাফ সরদার অটোচালিয়ে বাড়ি না ফিরলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। অবশেষে বুধবার স্থানীয় গ্রামবাসি মাঠে কৃষিকাজ করতে গেলে তার লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ও সি আই ডির একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে লাশ মর্গে প্রেরন করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান ভুট্টাক্ষেত থেকে একটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, তদন্ত চলছে। ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে লাশ।

কোটচাঁদপুরের লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই শামসুল আলম বদলী

চুরির অভিযোগে যুবককে ধরে মারপিট করে ক্যাম্প থেকে প্রত্যহার হলেন কোটচাঁদপুর লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির সহ-উপরিদর্শক (এএসআই) শামসুল আলম বিশ্বাস।

বুধবার তাকে ক্যাম্প থেকে প্রত্যহার করা হয়। অন্যদিকে চুরির মিথ্যা অভিযোগ থেকে মুক্তি ও মারপিটের বিচার চেয়ে সংশ্লিষ্টদের বরাবর আবেদন করেছেন নির্যাতিত ওই যুবক।

ভুক্তভোগী আব্দুস সালাম বলেন,গেল ৫ মার্চ সকাল ৯টার সময় কিছু জিনিসপত্র কিনতে পাঁচলিয়া বাজারে যায়। এ সময় লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত সহ-উপপরিদর্শক (এএসআই) শামছুল আলম, আমার গতি রোধ করে, ধরে ক্যাম্পের মধ্যে নিয়ে যান। এরপর চোখ, মুখ ও হাত পা বেঁধে মিথ্যা চুরির অপবাদে কাঠের লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে থাকে। এতে করে আমার গোপন অঙ্গ সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কালো দাগের সৃষ্টি হয়ে যায়। একপর্যায় ওই দারোগার নির্যাতন সয়তে না পেরে টাকা চুরির কথা স্বীকার করি। এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দিন বিশ্বাস,ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলাম,যুবলীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন। ওই সময় দারোগা আমার কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। আমি তখন আমার মামা মোশাররফ হোসেন কে টাকা আনতে বলি। মামা টাকা দেয়ার পর,দারাগা আমাকে ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেন।

তিনি আরো বলেন, দারোগার মারপিটে আমি খুবই অসুস্থ্য ছিলাম। ছাড়া পেয়ে বাড়ি আসার পর চিকিৎসা নিতে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায়। এখন বাড়িতে অসুস্থ্য অবস্থায় আছি। সালাম বলেন, আমি চুরি করিনি, তারা আমার নামে থানায় মিথ্যা মামলার অভিযোগ

করেছেন। এ মিথ্যা চুরির অভিযোগ থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। সাথে সাথে ওই দারোগার অমানুষিক নির্যাতনের বিচারও দাবি করছি।

এ দিকে চুরির অভিযোগে আব্দুস সালামকে বেধড়ক মারপিট ও টাকা জরিমানা করলেও ওই ঘটনার আরেক অভিযুক্ত মিন্টু রহমান রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। চুরির ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় হতাশ হয়েছেন এলাকাবাসী।

এ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির সহউপপরিদর্শক (এএসআই) শামছুল আলম বিশ্বাসকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে ওই (এএসআই) বুধবার পুলিশ ফাঁড়ি ত্যাগ করেছেন বলে জানা যায়।

বিষয়টি নিয়ে লক্ষিপুর ওই পুলিশ ফাঁড়ির বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত সহউপপরিদর্শক (এএসআই) মহন বলেন, আমি ছুটিতে ছিলাম। মঙ্গলবার থানায় এসেছি। স্যার আমাকে ডেকে ক্যাম্পে আসতে বলেন। আমি ঘটনার কিছুই জানিনা। বুধবার দায়িত্ব নেবার পর শামসুল আলম বিশ্বাস ফাঁড়ি ত্যাগ করেছেন জানিয়েছেন ওই পুলিশের সহ উপপরিদর্শক।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর মডেল থানার (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) মঈন উদ্দীন জানান,ঘটনার সময় আমি থানায় ছিলাম না। ছুটিতে ছিলাম। ওসি তদন্ত জগন্নাথ চন্দ্র দায়িত্বে ছিলেন। যুবক নির্যাতনের অভিযোগ শোনার পর, আমি ওই (এএসআই) শামছুল আলমকে ফাঁড়ি থেকে প্রত্যাহার করেছি।

তিনি বলেন, নির্যাতন ও টাকা আদায়ের ঘটনাটি তদন্ত করে ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের ফেন্সিডিলসহ টুটুল গ্রেফতার

দর্শনায় ঘরের মধ্যে অভিযান চালিয়ে খাটের নিচ থেকে ৪০ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক সম্রাট টুটুলকে গ্রেফতার করছে ডিবি পুলিশ।

জানাযায় গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা ডিবি শাখার ইনচার্জ, শেখ সফিকুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ সময় ডিবি পুলিশের এস আই সাজ্জাদ হোসেন, এ এস আই বিজন কুমার ভট্টাচার্য, এ এস আই রমেন কুমার সরকার, এ এস আই আবেদুর রহমান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায়, দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে মাদক সম্রাট টুটুলের বাড়ি।

এ সময় ডিবি পুলিশ বড় মসজিদ পাড়ার হোসেন আলীর ছেলে শাহিনুজ্জামান টুটুল(৫০)কে ৪০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে। পরে তার স্বীকারোক্তিতে তার বাড়িতে অভিয়ান চালিযে বসতবাড়ির শয়নকক্ষের খাটের নীচ হতে ৪০ বোতল অবৈধ মাদকদ্রব্য ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। পরে গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে

ঝিনাইদহে গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা, স্বামী-সতীনের মৃত্যুদণ্ড

ঝিনাইদহে যৌতুক না পেয়ে গৃহবধূকে পুড়িয়ে ও নির্যাতন করে হত্যা মামলায় স্বামী সতীনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সাথে প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ মার্চ) দুপুরে ঝিনাইদহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- ঝিনাইদহ সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আ. গনি বিশ্বাসের ছেলে শহিদুল ইসলাম ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী চম্পা খাতুন। তারা পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, যৌতুক দিতে অস্বীকার করায় ২০১২ সালের ২৩ জানুয়ারি ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় মাজেদা খাতুনকে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় স্বামী শহিদুল ও সতিন চম্পা খাতুন। মাজেদার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় স্থানীয় চৌকিদার শহীদুল ইসলাম সদর থানায় মাজেদার স্বামী শহিদুল ইসলাম ও প্রথম স্ত্রী চম্পা খাতুনকে আসামি করে একটি নারী নির্যাতন মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শেষে ২০১২ সালের ৩০ এপ্রিল চার্জশীট দাখিল করে। দীর্ঘ আইনী প্রক্রিয়া শেষে আদালত ওই মামলা রায় ঘোষণা করে। দণ্ডিতরা বর্তমানে পলাতক রয়েছে।

দর্শনায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে মিনি ট্র্যাক ও দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ২

দর্শনা-হিজলগাড়ি সড়কে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র ও একটি মিনিট্রাক সহ ২ জন ডাকাতকে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গত রোববার দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে সড়কের দোস্ত স্কুলপাড়া বাইতুল সালাম মসজিদ ও মাদ্রাসার সামনে থেকে মালামাল উদ্ধার সহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

তারা হলেন কুষ্টিয়ার ইবি থানাধীন চরবাখৈল এলাকার মৃত সুন্নত আলীর ছেলে তরিকুল ইসলাম (১৯) ও একই থানাধীন কন্দপদিয়া এলাকার সাত্তার আলীব ছেলে ইমরান আলী (১৯)।

দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নের্তৃত্বে এস আই শেখ রকিবুল ইসলাম, সঙ্গীয় ফোর্সসহ এএসআই কাজী বায়েজীদ সঙ্গীয় ফোর্সসহ নিয়মিত টহল ডিউটিসহ মাদক বিরোধী এবং চোরাচালান অভিযান পরিচালনাকালে দর্শনা থানাধীন দোস্ত এলাকায় ৭/৮ জন ব্যক্তি রাস্তার উত্তর পার্শ্বে পিকআপ ট্রাক রেখে রাস্তার উভয় পার্শ্বে রশি দিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।এ সময় তারা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হরিণাকুন্ডুতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার মান্দিয়া গ্রামের কৃষক হক আলি হত্যা মামলায় তিন জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

রোববার (৫ মার্চ) ঝিনাইদহ জেলা দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন। একই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমান অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

দন্ডিতরা হলো-ওই গ্রামের এলেম মন্ডলের ছেলে আসাদুল হক, আলী মন্ডলের ছেলে খাকচার আলী মন্ডল ও খাকচার মন্ডলের ছেলে আনিচুর রহমান মন্ডল।
মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা জানান, ২০১৪ সালের ৭ জুলাই হরিণাকুন্ডু উপজেলার মান্দিয়া গ্রামের কৃষক হক আলিকে মোবাইলে ডেকে নিয়ে যেয়ে আসাদুল হককে হত্যা করে। পরে ৯ জুলাই সকালে গ্রামের একটি কলাবাগান থেকে তার মাটিচাপা দেওয়া লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আসামীরা তাকে মাথায় আঘাত করে, সাইকেলের টিউব দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে মাটিতে পুতে রাখে।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে ২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে হরিণাকুন্ডু থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত রোববার আসামী আসাদুল হক, খাকচার আলী মন্ডল ও আনিচুর রহমানকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন। মামলা চলাকালে আসামী তোয়াজ উদ্দিন মারা যাওয়ায় তাকে মামলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

দর্শনায় বাসের সীটের নীচ থেকে ৯ হাজার ৪ পিচ ইয়াবা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ৬ বিজিবি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে বাসের সিটের নীচ থেকে ৯ হাজার ৪শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। তবে আটক করতে পারেনী কোন চোরাচালানীকে।

জানাযায় গতকাল শনিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা ফিলিং ষ্টেশনের সামনে দর্শনা – জীবননগর মহাসড়কে উপর অভিযান চালায়।

এ সময় দর্শনা ৬ বিজিবির দর্শনা আইসিপি বিওপি কমান্ডার সুবেদার মোঃ নওশের আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় শাপলা পরিবহনের সুগন্ধা একটি বাসে। চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত সীমান্তের মেইন পিলার ৭৬ হতে আনুমানিক ০৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আকন্দবাড়ীয়া তেলের পাম্পের নিকট।

এ সময় বিজিবি ওৎ পেতে থাকে বসটি চ্যালেঞ্জ করে তল্লাসী করে বাসে থাকা প্লাষ্টিকের ব্যাগ খুলে মালিকবিহীন অবস্থায় ৯হাজার ৪শ পিস ভারতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট আটক করতে সক্ষম হয়। তবে এ ঘটনায় বিজিবি কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী।